Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামিমা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০০৬৮

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামিমা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০০৬৮

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামিমা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০০৬৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shamima

(স্বাক্ষর)

শামিমা আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০০৬৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

মূল ধাতু (جذر): ...6
শরীয়াতের পরীভাষায়: ...6
গীবতের সংজ্ঞা: ...6
কুরআনে গীবত ও পরনিন্দা সম্পর্কিত আয়াতসমুহ ...7
গীবত সম্পর্কে সহীহ হাদিসগুলো ...9
গীবতের প্রকারভেদ ...11
দৈহিক কাঠামোর গীবত- ...14
পোশাকের গীবত - ...15
অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত- ...16
ইবাদতের গীবত- ...17
গুনাহের গীবত- ...19
সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে- ...20
ইশারা-ইংগিতে গীবত- ...21
কানের গীবত- ...22
চোখ ও হাতের গীবত- ...22
লেখনীর মাধ্যমে গীবত- ...23
গীবত করার কারনসমুহ ...23
কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয? ...26
গীবত থেকে বাঁচার উপায় ...29
দু'টি তাৎপর্যময় বাক্য ...34
ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে ...35
গীবতকারীর শাস্তি ...38
সাহাবীদের জীবনে গীবত নিয়ে সতর্কতা ...42

তাবেঈন, সালাফ,ইমামগনের জীবনের গীবত সম্পর্কিত ঘটনা 46

চোগলখোরি...48

উপসংহার 52

মূল ধাতু (جذر):

غ ي ب (গ-ই-বা)

এই ধাতুর মূল অর্থ: অনুপস্থিত থাকা, আড়ালে থাকা, গোপন হওয়া।

২) শব্দের গঠন (صرف)

মূল ক্রিয়া: غابَ (باب :فَعَلَ)

অর্থ: সে অনুপস্থিত হলো / আড়ালে গেল

মাসদার: غِيبَةٌ / غَيْبَةٌ

ওজন (وزن :فِعْلَةٌ)

ধরণ: مصدر (মাসদার)

অর্থ: কারও অনুপস্থিত অবস্থায় তার সম্পর্কে কথা বলা

শরীয়াতের পরীভাষায়:

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষক্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়, তাকে শরীআতের পরিভাষায় গীবত বলে, তা বাচনিক অথবা লেখনীর মাধ্যমে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায়ই বর্ণনা করা হোক না কেন, সে ব্যক্তি মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম। যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে তা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে, কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় বুহতান।

গীবতের সংজ্ঞা:

গীবতের সংজ্ঞা কী? গীবত বলা হয়, আড়ালে আড়ালে কারও নিন্দা বর্ণনা করা। সেই নিন্দ বিষয়টি তার মাঝে বাস্তবেই থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। যদি বাস্তবেই ওই লোকটির মাঝে সেই দোষ-ত্রুটি থেকে থাকে আর কেউ তা বয়ান করে তাহলেও সেটি গীবতের আওতায় পড়বে। হাদিস শরিফে এসেছে, একবার এক সাহাবি রাদি,

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, গীবত কাকে বলে?
উত্তরে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

নিজের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে এমন কোনো কথা বর্ণনা করা; যা তার পছন্দ নয়।

অর্থাৎ যদি সে শুনতে পায় যে, আমার কথা ওই মজলিশে এভাবে উঠেছিল, তাহলে সে কষ্ট পাবে। নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে। এরই নাম, গীবত।
তখন ওই সাহাবি পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন-

إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ

বাস্তবেই যদি আমার ভাইয়ের মাঝে সেই বিষয়টি থেকে থাকে; যা আমি বলছি, তাহলেও কি সেটি গীবত হবে? তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সেই বিষয়টি বাস্তবেই তার মাঝে থেকে থাকে তাহলে সেটি গীবত হবে। আর যদি সেই মন্দ বিষয়টি তার মাঝে না থেকে থাকে; বরং তুমি নিজ থেকে বানিয়ে বলে থাকো, তাহলে তা শুধু গীবতই হবে না; বরং সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা অপবাদও হবে। যার কারণে তোমার দ্বিগুণ গুনাহ হবে।'

কুরআনে গীবত ও পরনিন্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

১. গীবতের সরাসরি নিষেধ-

📖 সূরা আল-হুজুরাত — আয়াত: 12

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۚ

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"
ব্যাখ্যা:

✔ গীবতকে মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে

✔ এটি ইসলামে সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলোর একটি

২. অপবাদ ও মিথ্যা রটনা নিষিদ্ধ-

📖 সূরা আন-নূর — আয়াত: 15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

"তোমরা যখন তা নিজেদের জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করছিলে এবং মুখে এমন কথা বলছিলে যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে; অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ।"

ব্যাখ্যা:

✔ যাচাই ছাড়া কথা বলা = গীবত/অপবাদ

✔ ছোট মনে হলেও আল্লাহর কাছে বড় গুনাহ

৩. অপবাদকারীদের শাস্তি-

📖 সূরা আন-নূর — আয়াত: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক এটা পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

ব্যাখ্যা:

✔ মানুষের দোষ ছড়ানো (গীবত) এখানে অন্তর্ভুক্ত

✔ সমাজে অপবাদ ছড়ানো গুরুতর অপরাধ

৪. দোষারোপ ও বিদ্রূপ নিষিদ্ধ-

📖 সূরা আল-হুজুরাত — আয়াত: 11

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

"তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং খারাপ উপাধি দ্বারা ডাকো না।"

ব্যাখ্যা:

✔ অপমান, বিদ্রূপ → গীবতের অংশ

✔ সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট করে

৫. পরনিন্দাকারীদের ধ্বংস

📖 সূরা আল-হুমাযাহ — আয়াত: 1

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“ধ্বংস তার জন্য, যে পরনিন্দা করে এবং দোষারোপ করে।”

ব্যাখ্যা:

✔ “হুমাযা-লুমাযা” = গীবতকারী ও দোষ অনুসন্ধানকারী

✔ সরাসরি ধ্বংসের হুমকি

৬. যাচাই ছাড়া কথা বলা নিষিদ্ধ-

📖 সূরা আল-ইসরা — আয়াত: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।”

ব্যাখ্যা:

✔ না জেনে কথা বলা → গীবত/অপবাদে রূপ নেয়

✔ ইসলামে যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

গীবত সম্পর্কে সহীহ হাদিসগুলো

১. গীবতের সংজ্ঞা-

قال رسول الله ﷺ:

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟

قال: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

(সহীহ মুসলিম: 2589)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"তোমরা কি জানো গীবত কী?"

সাহাবীরা বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

তিনি বললেন: "তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।"

জিজ্ঞেস করা হলো: যদি তা তার মধ্যে থাকে?

তিনি বললেন: "যদি তা তার মধ্যে থাকে তবে তুমি তার গীবত করলে, আর না থাকলে তুমি অপবাদ দিলে।"

২. গীবতকারীর শাস্তি-

قال رسول الله ﷺ:

«لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم»

(সুনান আবু দাউদ: 4878)

রাসূল ﷺ বলেন:

"মিরাজের রাতে আমি এমন একদল লোক দেখলাম যাদের নখ তামার ছিল, তারা নিজেদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছিল। আমি বললাম: এরা কারা?

জিবরাইল বললেন: এরা সেই লোক যারা মানুষের গোশত খেত (গীবত করত) এবং তাদের সম্মান নষ্ট করত।"

৩. কবরের আযাব (চুগলখোরি)-

قال النبي ﷺ:

«...إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة»

(সহীহ বুখারী: 216)

নবী ﷺ বলেন:

"এই দু' জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, যদিও তারা বড় কোনো অপরাধের জন্য আযাব পাচ্ছে না। তাদের একজন চুগলখোরি (পরনিন্দা) করত…"

৪. মুসলিমের সম্মান-

قال رسول الله ﷺ:

«كل المسلم على المسلم حرام :دمه وماله وعرضه»

(জামে তিরমিজি: 2032)

রাসূল ﷺ বলেন:

"এক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান–সবই হারাম।"

৫. কথার কারণে জাহান্নাম-

قال رسول الله ﷺ:

«إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»

(সহীহ বুখারী: 6478),(সহীহ মুসলিম: 2988)

রাসূল ﷺ বলেন:

"মানুষ এমন একটি কথা বলে, যার পরিণতি সে চিন্তা করে না–এর কারণে সে জাহান্নামে পতিত হয় পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের থেকেও দূরে।"

গীবতের প্রকারভেদ

মুসলমানের গীবত গীবত প্রথমত তিন প্রকার।

১- মুসলমানের গীবত করা-

এটা অকাট্যভাবেই হারাম। মহান আল্লাহর বাণী:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো" (সূরা হুজুরাতঃ ১২)

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

২- অমুসলিম নাগরিকের গীবত-

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম

৩-যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত-

ফি-এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় পর্যায় গীবত দুই ভাগে বিভক্তঃ

- জীবিত ব্যক্তির গীবত করা।
- মৃত ব্যক্তির গীবত করা।

জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম, অদ্রূপ মৃতদের গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই গীবত।হারাম, তারা জীবদ্দশায় পাপকর্মে লিপ্ত থাকলেও।

এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন:

"اذا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعُوهُ وَلَا تَقَعُوا فيه

তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না" (আবু দাউদ)

"لا تَسبُوا الْأَمْوَاتِ فَإِنَّهُمْ أَفَضُوا إِلى مَا قَدِمُوا

তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।"

اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক (আবু দাউদ)

হাদীসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি-বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর তিনটি কারণ রয়েছে-

১-মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদেরও মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হযরত আবু দারদা (রা) প্রায়ই কবরস্থানে

যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না। কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত। (ইহয়া উলুমিদ-দীন)

২-মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের গীবত জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হযরত আলী (রা)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলুমিদ-দীন)

৩-মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। আমার পিতা একদিন আমাকে বলেন, এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেনঃ হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمُ الَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْتَمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْهِ

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা, দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট" (ইহয়া উলুমিদ-দীন)

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াযীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ। অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (র) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন।

দৈহিক কাঠামোর গীবত-

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্থূলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার নাক কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ

حَرَمَ اللهُ أَنْ يُغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْ كَمَا حَرَمَ الْمَيْتَةَ

"আল্লাহ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা ইবনে করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন"

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে, সে খুবই কালো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গীবত করে ফেলেছি, তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি (মোল্লা আলী কারীর শারহু আইনিল ইলম)

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাউদ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন।

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

"হে ঈমানদারগণ! না পুরুষ লোকেরা অপর পুরুষ লোকদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো। আর না মহিলারা অপর মহিলাদের বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, তারা এদের তুলনায় ভালো" (সূরা হুজুরাতঃ ১১)

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে

লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুতপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) আহারের মজলিস থেকে এজন্য চলে গেলেন যে, যে মজলিসে গীবতচর্চা হয় সেখানে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোন মজলিসে নাচগান হলে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

পোশাকের গীবত -

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরে, সে বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, তার জামা পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত লম্বা, অমুক নারী এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার আভরণীয় অংশ খোলা থাকে, অমুক নারী আভরণীয় অঙ্গ বের করে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে ইত্যাদি।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে

গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে (মুনযিরীর কিতাবুত তারগীব ওয়াত তারহীব)

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" ।

বংশের গীবত তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই"

অতএব নিজেকে শরীফ বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত-

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বাক্র ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন

এবং কিছু খাবার চেয়েছেন।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে।

তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি?

তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেনঃ বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট।

একদা সালমান ফারসী (রা) আহার করে শুয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর খাওয়া ও শোয়ার সমালোচনা করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

তোমরা পরস্পরের গীবত করো না

ইবাদতের গীবত-

ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি উত্তমরূপে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না অথবা নফল নামায পড়ে না অথবা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হত যদি

তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করলো এবং বললো, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো?

সে বললো, আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।

তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি?

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয় (ইহয়া উলুমিদ-দীন)

গুনাহের গীবত-

যেমন বলা: অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (র) একবার তাঁর শিক্ষককে বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কি হালাল?

তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি অবশ্যই রয়েছে।

কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শোনে। কেউ পরোক্ষে নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা কথা বলে। কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে অপরে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কাজে লিপ্ত আছে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অপরজন অন্যরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত আছে। অন্যরূপ দুমে লিপ্ত আছে। মোটকথা কোন ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার যে কোন ধরনের ত্রুটির চর্চা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও তো ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা অনুচিত। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল ভাঙ্গবে তখন তওবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে এলে নিজের দোষগুলো স্মরণ করবে। তাহলে এই পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

হযরত উমার ফারুক (রা) বলেন:

كفَى مِنَ الْغَيِّ بِالْمُؤْمِنِ ثَلاثٌ يُعِيبُ عَلَى النَّاسِ بِمَا يَأْتِي بِهِ وَيُبْصِرُ مِنْ عُيُوبِ النَّاسِ بِمَا لَا يُبْصِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُؤْذِي جَلِيسَهُ فِي مَا لا يَعْنِيه

মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট

(১) নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে তার সমালোচনা করে।

(২) অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়, অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

(৩) নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয়, হয়রানী করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন: "আল্লাহর স্মরণশূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না যেমনি মনিব তার গোলামদের তদারক করে। বরং তোমরা নিজ নিজ দোষত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের। কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করো এবং নিজের গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্ত করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা আল্লাহ তাআলার মর্জি বিরুদ্ধ কাজ। বরং যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো। একদিন সে চটে গিয়ে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি জাহান্নামে যাবে। কথাটি আল্লাহ পাকের অপছন্দ হলো এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতী বানিয়ে দিলেন (আবু দাউদ)

সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে-

গীবত সুস্পষ্ট বাক্যে সরাসরি গীবত হতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমেও গীবতের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমেঃ যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে

অভিনয় করে তাদের দোষত্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না (তিরমিযী)

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী (সাঃ) বললেন

مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ وَلِى كَذَا وَكَذَ

"কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়"

ইশারা-ইংগিতে গীবত-

সরাসরি নামোল্লেখ না করে এমন কিছু ইংগিতবহ উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বললো: আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে এরূপ। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো।

অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে। মুখের গীবত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন: তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা তো গোশত খাইনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল (তাফসীরে দুররুল মানছুর

কানের গীবত-

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَا فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْمِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُمْ

"কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো"

চোখ ও হাতের গীবত-

মহান আল্লাহ বলেন:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

"প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযার প্রতি অভিশাপ" (সূরা হুমাযা)
'হুমাযাহ' ও 'লুমাযাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম বায়হাকী (র) ইবনে জুরাইজ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয় তাকে বলে 'লুমাযাহ'।
ইমাম বাগাবী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর নিম্নোক্ত অর্থ নকল করেছেন: যে ব্যক্তি মুখের কথার দ্বারা মানুষকে তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'হুমাযাহ' এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় তিরস্কার করে সে হচ্ছে 'লুমাযাহ'।
ইবনে কায়সানের সূত্রে উল্লেখ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার সহযোগীদেরকে মুখের দ্বারা কষ্ট দেয় সে হচ্ছে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি চোখের ইশারায় কটাক্ষ করে সে হচ্ছে লুমাযাহ।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন যে, কিছু সংখ্যক নারী ও পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- هؤلاء الْهَمَّارُونَ وَالسَّمَارُونَ

"এরা সেইসব লোক যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করতো এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিতো"

লেখনীর মাধ্যমে গীবত-

কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অপরের গীতবকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করো না, তবে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন, উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

গীবত করার কারনসমুহ

গীবত করার কারণসমূহ বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫) অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে ৩টি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছেঃ

(১) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(২) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে গীবত জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(৩) আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না।

এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে। মনে মনে গীবত করাও হারাম মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য।

মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন।তিনি বলেন-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ :

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাতঃ ১২)

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بجهالة فتصبحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন গীবত ৮৬

সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিষ্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ।

শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয?

ইসলামে গীবত (পরনিন্দা) সাধারণভাবে হারাম। গীবত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস-এ কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তবে কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সীমিতভাবে গীবত করা জায়েয (অনুমোদিত) হয়েছে—এগুলোকে ইসলামি শরীয়তে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হয়।

নিচে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সেই ক্ষেত্রগুলো দেওয়া হলো:

১. জুলুমের অভিযোগ বা বিচার চাইতে-

যদি কেউ অত্যাচারের শিকার হয়, তাহলে বিচার পাওয়ার জন্য সে অন্যের কাছে নিজের ওপর হওয়া জুলুমের কথা বলতে পারবে।

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ

(সূরা আন-নিসা ৪:১৪৮)

"আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে (সে বলতে পারে।"

২. অন্যায় বা মন্দ কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে-

কারো খারাপ কাজ (যেমন চুরি, প্রতারণা) সম্পর্কে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে জানানো, যাতে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে।

উদাহরণ: শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসনকে জানানো।

৩. ফতোয়া বা শরীয়াহ্‌র পরামর্শ নেওয়ার জন্য-

কোনো সমস্যার সমাধান জানতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ উল্লেখ করা জায়েয।

উদাহরণ: একজন নারী হিন্দা বিনতে উতবা রাসূল ﷺ-এর কাছে তার স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন। (সহীহ বুখারী ৫৩৬৪)

৪. মানুষকে সতর্ক করার জন্য (নসীহাহ)-

কাউকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে কোনো ব্যক্তির দোষ বলা জায়েয।

উদাহরণ:খারাপ ব্যবসায়ী সম্পর্কে সতর্ক করা,বিয়ের ক্ষেত্রে কারো চরিত্র জানানো

৫. প্রকাশ্যে পাপাচারকারী (ফাসিক) ব্যক্তির ক্ষেত্রে-

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, তার সেই প্রকাশ্য কাজ সম্পর্কে বলা জায়েয।

যেমন: কেউ প্রকাশ্যে মদ পান করে, প্রতারণা করে ইত্যাদি।

৬. পরিচয়ের জন্য (লাকাব/উপাধি)-

কারো পরিচয়ের জন্য এমন নাম ব্যবহার করা যা দোষ নির্দেশ করে, কিন্তু অপমানের উদ্দেশ্য না থাকে।

উদাহরণ: অন্ধ, ল্যাংড়া — যদি শুধু চেনানোর জন্য বলা হয়।

৭.অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গীবত করা-

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি এমন এক কাজ করছে, যার কারণে অন্যদের ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এখন যদি সে ব্যক্তিকে জানানো না হয় তাহলে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমতবস্থায় ওই ব্যক্তিকে যদি ওই কাজের ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সে ব্যক্তি ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। সচেতন হয়ে যাবে। এটা [গীবত] করা জায়েয।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন সর্ববিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক। তিনি আমাদেরকে সকল বিষয়ই শিক্ষা দিয়েছেন। হজরত আয়েশা রাদি. বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বসেছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি আমাদের সামনে হাজির হলো। ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন,

بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ

-এ ব্যক্তি তার গোত্রের খারাপ লোক।
হজরত আয়েশা রাদি, বলেন, একথা শুনে আমি জড়সড়ো হয়ে বসে গেলাম। কারণ ওই ব্যক্তি খারাপ লোক; তাই সতর্ক থাকা দরকার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসমতো ওই ব্যক্তির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথোপকথন করতে লাগলেন। সে ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হজরত আয়েশা রাদি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা আপনি বললেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। তথাপি তার সঙ্গে এত সুন্দর করে নরম ভাষায় কথা বললেন, পাশে বসালেন? এ কেমন কথা!
তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো! ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। কাজেই লোকেরা তার চরিত্রের খারাবি থেকে বাঁচার জন্যতাকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে ফিতনা-ফাসাদের ভয়ে তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে ও ভদ্রতা বজায় রাখে। এমনটা না করা হলে সে ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য আমি আমার অভ্যাস অনুযায়ী তার সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলেছি।"

উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে বলেছিলেন, ওই ব্যক্তি খারাপ লোক। নবিজির একথা যদিও প্রকাশ্য গীবত -কারণ ওই ব্যক্তির পেছনে তার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে- তবু এটা জায়েয। এর মাধ্যমে হজরত আয়েশা রাদি.-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করাই উদ্দেশ্য ছিল। যেন ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে হজরত আয়েশা রাদি. কোনো ধরনের ফিতনার শিকার না হোন। কেননা কারও পক্ষ হতে কোনো ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সে ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া গীবত নয়। এমনটি করা জায়েয।

৮.যদি কারও প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়-

অবস্থাবিশেষে গীবত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, আপনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। তাকে গোপনে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে। এমতবস্থায় ওই ব্যক্তিকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া ওয়াজিব যে, তোমার

জীবননাশের চক্রান্ত হচ্ছে। কাজেই তুমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নাও। বুঝা গেল, এ ধরনের পরিস্থিতিতে গীবত করা নাজায়েয নয়।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী কর্মই হলো খারাপ স্বভাব থেকে নিরাময় লাভের মহৌষধি। কারো গীবত করার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করতে হবে, যাতে গীবতের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আরও স্মরণ করতে হবে যে, যার গীবত করা হবে তার পাপ গীবতকারীর আমলনামায় সরিয়ে দেয়া হবে এবং গীবতকারীর পুণ্য তার আমলনামায় যোগ করা হবে। এভাবে গীবতের কারণে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং পুণ্যের পরিমাণ কমে যাবে, পরিণতিতে দোযখের বাসিন্দা হতে হবে।

গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন কারো দোষচর্চার ইচ্ছা হবে, তখনই নিজের মধ্যকার দোষসমূহ স্মরণ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে: যে দোষ আমার মধ্যে আছে সেই দোষের জন্য আমি অপরের বদনাম কীভাবে করতে পারি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

طوبى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ .

"সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষ-ক্রটি অপরের দোষ-ক্রটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে"

দোষগুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় আহাম্মক আর কেউ নয়।গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন গীবত করার ইচ্ছা জাগবে তখন মনে মনে চিন্তা করবে যে, কেউ যদি আমার গীবত করে তবে আমি দুঃখ পাবো, মানুষের সামনে লজ্জিত হবো, অপমানিত হবো, আমার সম্পর্কে মানুষের সুধারণা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হবে। তদ্রূপ আমি যদি কারো গীবত করি তাহলে তার অবস্থাও তো ঐরকম হবে। অতএব আমার

বিরুদ্ধে যা করা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই, সেই ধরনের কাজ অপরের বিরুদ্ধে আমার করা উচিত নয়।

ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়েই মানুষ সাধারণত গীবতে লিপ্ত হয়। ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। খুব কম লোকই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ দোযখে যাবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَعَى غَيْضُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى

"দোযখের একটি বিশেষ দরজা আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে ঐ দরজা দিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে"

সহকর্মীদের বা বন্ধুদের দেখাদেখি অনেক সময় মানুষ অপরের গীবতে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সঙ্গদোষে মানুষ একটি মারাত্মক পাপ কাজ করে নিজের আমলনামাকে পাপে পূর্ণ করে। পাপ থেকে এবং দোযখ থেকে বাচার জন্য এ জাতীয় অসৎ সংগ ত্যাগ করতে হবে। পরচর্চার সূত্রপাত হওয়ার আরও যেসব কারণ রয়েছে সেসব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তা ত্যাগ করতে হবে।

গীবত থেকে বাঁচা শুধু “চেষ্টা” দিয়ে হয় না—এটা এক ধরনের আত্ম-শুদ্ধির প্রক্রিয়া।

১. <u>গীবতের আসল সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে বোঝা</u>

মুহাম্মদ (সা.) গীবতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—

“তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে” (সহীহ মুসলিম)

- কথাটা সত্য হলেও = গীবত
- মিথ্যা হলে = অপবাদ (বুহতান), যা আরও ভয়ংকর

তাই “আমি তো সত্য বলেছি” — এটা গীবত থেকে বাঁচার অজুহাত নয়।

২. <u>গীবতের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা</u>

গীবত হঠাৎ হয় না, এর পেছনে কিছু মানসিক কারণ থাকে—

- হিংসা → অন্যের ভালো সহ্য না হওয়া
- রাগ ও প্রতিশোধ → কারো বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝাড়া

- নিজেকে বড় দেখানো → অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় বানানো
- অবসরে আড্ডা → বিনোদনের জন্য মানুষের সমালোচনা

সমাধান: কারণ ধরতে পারলে নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়

৩. "নীরবতা" একটি শক্তিশালী ইবাদত

মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন–

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

বাস্তব কৌশল:

- অপ্রয়োজনীয় কথা কমানো
- আড্ডায় বেশি শোনা, কম বলা
- প্রতিটি বাক্যের আগে ২-৩ সেকেন্ড থামা

৪. গীবতের পরিবেশে কী করবেন?

ধাপভিত্তিক করণীয়:

- বাধা দিন (নরমভাবে)--- এই বিষয়টা না বলাই ভালো ।
- বিষয় পরিবর্তন করুন--- অন্য আলোচনা শুরু করুন ।
- সম্ভব না হলে উঠে যান--- এটা সুন্নাহসম্মত আচরণ ।

কারণ: সূরা **আন-নিসা**-এ বলা হয়েছে–

"যখন দেখবে আল্লাহর আয়াত নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তখন সে স্থান ত্যাগ করো "

৫. আত্ম-পর্যালোচনা তৈরি করা

প্রতিদিন রাতে নিজেকে প্রশ্ন করুন–আজ আমি কারো গীবত করেছি কি?
কেন করেছি?পরের বার কীভাবে এড়াবো?

এটাকে "**মুহাসাবা**" বলা হয়–ইসলামে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অভ্যাস।

৬. জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের ট্রেনিং

কিছু বাস্তব অনুশীলন:

- দিনে নির্দিষ্ট সময় "চুপ থাকার অভ্যাস"
- অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য এড়িয়ে চলা
- সোশ্যাল মিডিয়ায় কারো সমালোচনা না করা

মনে রাখুন: জিহ্বা ছোট, কিন্তু গুনাহ বড় করতে পারে।

৭. গীবতের ভয়াবহ শাস্তি মনে রাখা

সূরা **আল-হুজুরাত**

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো — এটা শুধু উপমা নয়, ভয়াবহতার ইঙ্গিত।

আর হাদিসে এসেছে–

মিরাজের রাতে মুহাম্মদ (সা.) এমন লোক দেখেছেন যারা নিজেদের মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছে–

কারণ তারা মানুষের গীবত করত।

৮. ভালো বিকল্প অভ্যাস তৈরি করা

গীবতের জায়গায় এগুলো আনুন–

- মানুষের ভালো দিক আলোচনা
- ইসলামিক জ্ঞান আলোচনা
- জিকির (সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ)
- উপকারী কথা (শিক্ষা, কাজ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা)

৯.বাচার হিম্মত ও তাওফিক দান

হজরত থানভি রহ. গীবত থেকে বাঁচার কিছু মূলনীতি বলেছেন। তিনি লিখেছেন, বিশেষভাবে চিন্তাহীনভাবে কোনো কথা বলবে না। কখনো যদি তা মনে না থাকে তবু অধিকাংশ সময় তা মনে রাখতে চেষ্টা করবে। যাতে চিন্তাহীন ভাবনাহীন আবোল-তাবোল কোনো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়। ইনশাআল্লাহ তখন আর কোনো ভুল হবে না। যখন এমনিভাবে চিন্তা-ভাবনাহীন কথা না বলবে তখন প্রত্যেক কথার পূর্বে

চিন্তা আসবে যে, আমার কথায় কোনো গুনাহ না হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ এভাবে ধীরে ধীরে সংশোধন হয়ে যেতে পারে।

অর্থাৎ চিন্তা ভাবনাহীন কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করো। যা বলবে চিন্তা ভাবনা করে বলবে। তখন মুখ থেকে যে সমস্ত কথা বের হবে, তা দ্বারা গুনাহ লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।
ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন,

قُلْ خَيْرًا وَإِلا فَاصْمُتْ.

যদি কথা বলো, উত্তম বা ভালো কথা বলো। না হয় চুপ থাকো। চুপ থাকা হাজার গুণে ভালো। কেননা মানুষের অতিরিক্ত কথা-বার্তা বলাটাই জাহান্নামের আজাবের কারণ হবে।
ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামে উপুড় করে ফেলা হবে
হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে ফেলার অন্যতম কারণ হবে-তাদের নিজেদের মুখের অসংযত কথা-বার্তা।

এই জবান হলো, একটা সরকারি মেশিন যা আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে দান করেছেন। এ মেশিন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। এই মেশিনে তেলের প্রয়োজন হয় না। সার্ভিসিং কিংবা মেরামতের প্রয়োজন হয় না। অথচ এটা তার নিজস্ব গতিতে সার্ভিস দিয়ে আসছে। যখনি মনে কোনো কথা জাগে তখনি এ জবানের মাধ্যমে এটা বের হয়ে চলে আসে। যাকে অটোমেটিক মেশিন বলা যেতে পারে। এ নিয়ামত আমরা ছোট বেলা থেকে উপভোগ করে আসছি। আর এটা হাসিল কিংবা ব্যবহারের জন্য কোনো পয়সা খরচ করতে হয়নি। কোনো কষ্ট করতে হয়নি। যার কারণে আমরা এই জবানের কদর করি না।

১০.জবানের কদর করবে

জবানের কদর সম্পর্কে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যে ব্যক্তি বাকশক্তি হারিয়েছে। কথা বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে বা বাকশক্তি হারিয়েছে। সে ব্যক্তি বাকশক্তি হারিয়ে যাওয়ার ফলে অত্যন্ত আশা থাকা সত্ত্বেও নিজস্ত্রী, সান্তানাদি, পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। সে অনেক সময় মাথায় আঘাত করে বলে, হায়! আমি কেন কথা বলতে পারছি না? আমি মনের কথা কাউকে বুঝাতে পারছি না। তখন বুঝে আসে জবানের মূল্য কত!

যেমন ধরুন আমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তির দু'মিনিটের জন্য জবান বন্ধ হয়ে যায়, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। অপর কোনো ব্যক্তি এসে বলল, তুমি আর কথা বলার শক্তি পাবে না! তাহলে বলুন, ওই মুহূর্তে এ বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করতে দ্বিধা করবে? না; বরং কীভাবে আমার কথা বলার শক্তি ফিরে আসে সেই চেষ্টাই করে যাবে। অথচ আমরা কেঁচির মতো এ জবানের ব্যবহার করেই যাচ্ছি। কোনো হিসাব-নিকেশ নেই। এই জবানের মাধ্যমে কত হারাম-হালাল এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ফেলি। মানুষের সঙ্গে যথেচ্ছা কথা বলে ফেলি। কোনো চিন্তা করি না। একটু ভাবা উচিত-মুখ দিয়ে আমি কী বলছি?

দু'টি তাৎপর্যময় বাক্য

জবান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া একটি ফ্রি মেশিন। এটি অনেক উত্তম অঙ্গ। কাজেই এটাকে ভালো কাজে ব্যবহার কর। হারাম কাজ থেকে জবান বাঁচাও। মানুষ যদি এর দ্বারা ভালো কিছু করতে চায় তবে অনেক উত্তম কাজে তাকে লাগাতে পারে। হাদিস শরিফে রয়েছে-একবার সুবহানাল্লাহ অথবা আলহামদুলিল্লাহ বলার ফলে হাশরের মাঠে আমলনামা অর্ধেক ভরে যায়। বুখারি শরিফ খতম হওয়ার সময় আমরা এ হাদিস শুনে থাকি, যেখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

گلستان حَبِيبَتَانِ إِلى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ
سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيمِ

দুটি কালিমা এমন রয়েছে যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় যেগুলো বলা অনেক সহজ, মুহূর্তেই তা আদায় করা সম্ভব। অথচ ওজনে অতি ভারি। আর তা হলো
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ-

কাজেই আমাদের করণীয় হলো, আমাদের প্রত্যেকেই তার জবান যথাযথক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। তাহলে জান্নাতে ভরপুর নিয়ামত ভোগ করতে পারবে। উঠতে বসতে মুখে আল্লাহর জিকির করতে থাকবে। হাদিস শরিফে এসেছে, জনৈক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি?

জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উত্তম আমল হলো-
"তোমাদের জবান সব সময় আল্লাহর জিকির করতে থাকবে। আল্লাহর জিকিরে জবান আদ্র থাকবে।"

চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে জিকির করার ফলে আমলনামা বৃদ্ধি পাবে। নেকি বৃদ্ধি পাবে। আমলনামায় সাওয়াবের খাজানা জমে যাবে।

ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে হলে

মাত্র একটি কথা মানুষকে কুফরি থেকে বের করে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। তাহলো, কালিমা। একজন সত্তর বছরের যুবকের মুখ দিয়ে اشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله বলার মাধ্যমে একজন ৭০ বছরের বয়োবৃদ্ধ কাফের মুহূর্তেই জাহান্নামের সাত স্তর পাড়ি দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। এটা কিসের বদৌলতে হলো? এটা জবানের বদৌলতে হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই জবানের মধ্যে এমন প্রভাব রেখে দিয়েছেন।

এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, একব্যক্তি গোটা জীবনভর আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমান আনার তাওফিক দিলেন, আর সে কালিমা শাহাদত পড়ে নিল। কালিমায়ে শাহাদত পড়ার পর তার ইন্তেকাল হয়ে গেল।

এখন যদি ওই ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদত পড়ার কিছুক্ষণ পূর্বেও মারা যেত তাহলে সোজা জাহান্নামে চলে যেত। যেহেতু সে কালিমা শাহাদত পড়ার পর মারা গেছে তাই এখন সোজা জান্নাতে চলে যাবে। এই কালিমা তাকে জাহান্নামের সাতটি স্তর থেকে রক্ষা করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ স্থানে আসীন করে দিয়েছে।জবানমাত্রই একসঙ্গে উপকারী ও ক্ষতিকারী।

ইচ্ছা করলে এই জবানের মাধ্যমে আখেরাতের পুঁজি জোগাড় করে নিতে পারেন। তিলাওয়াত, জিকির, তাসবিহ, হামদ, সানা, শুকুর ও অন্য মুসলমানকে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলার মাধ্যমে আপনি এ পুঁজি সঞ্চয় করতে পারেন। জবানের দ্বারা এমন কোনো কথা বলতে পারেন, যার কারণে অন্যের অন্তরে আনন্দ পায়। এটাও সদকা। যদি জবানকে মন্দ কাজে ব্যবহার করেন, তবে এর ক্ষতিও অনেক বেশি। যেমনটা পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, জবানের দরুন কাউকে উপুড় করে জাহান্নামে ফেলা হবে। কেননা এর দ্বারা মিথ্যা বলা হয়েছে। গীবত করা হয়েছে। অন্তরে আঘাত দেওয়া হয়েছে। মানুষকে গালি দেওয়া হয়েছে। এগুলো সবই মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। সুতরাং এই জবানের উপকারিতাও অনেক, আবার অপকারিতাও অনেক। তাই ক্ষমা এবং নাজাতের একমাত্র পথ এটাই। কাজেই জবানকে চিন্তা-ভাবনা করে ব্যবহার করবেন। কেননা আপনাকে জান্নাত-জাহান্নাম; দু'জায়গাতেই নিয়ে যেতে পারে।

উত্তর প্রদানের পূর্বে ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বন,
ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর ব্যাপারে পাওয়া যায় যে, তাকে কেউ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করলে দেখা যেত তিনি প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে চুপ থাকতেন। এ ব্যাপারে একবার একজন প্রশ্ন করে বসল যে, হজরত! আপনি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেন চুপ করে থাকেন?
জবাবে তিনি বলতেন,

حَتَّى أُعْرِفَ أَنَّ الْفَضْلَ فِي السُّكُوتِ أَوْ فِي الْكَلَامِ

আমি চুপ থাকি কিছুক্ষণ ভেবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে, জবাব দেওয়া উত্তম হবে নাকি চুপ থাকা উত্তম হবে?

অর্থাৎ প্রথমে আমি ভাবতে থাকি এখানে জবাব উত্তম নাকি চুপ থাকা উত্তম? যে কথা আমি মুখ দিয়ে বের করছি সেটা কি আমার জন্য লাভ নাকি ক্ষতিকারক সেটা চিন্তা করে নিই। ভাবনার পর আমি প্রয়োজন মনে করলে জবাব দিই। আর আমার কাছে জবাব অনুত্তম মনে হলে এড়িয়ে যাই।

১১.জবানের হিফাজতের ওপর জান্নাতের গ্যারান্টি

হাদিস শরিফে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَطْمَنُ أَي مَا بَيْنَ الحبيهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اطْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি আমাকে দুটি জিনিসের জামানত দেবে আমি তাকে জান্নাতের জামানত দেব। সেই দুটি জিনিস হলো:

১. দুই ঠোঁটের মাঝখান তথা জবান।

২. দুই উরুর মাঝখান তথা যৌনাঙ্গ।

এগুলোকে ভুল পথে ব্যবহার না করলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি জবানের সঠিক ব্যবহার না করে এটাকে ফ্রি মেশিন মনে করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যথেচ্ছা ব্যবহার করা ঠিক হবে না; বরং চিন্তা-ফিকির করতে হবে যে, মুখ দিয়ে আমি যে সমস্ত কথা বলছি-এগুলো কি উপকারী না ক্ষতিকারক; এটা জেনে বুঝে জবান দিয়ে কথা বলবে।

গীবতকারীর শাস্তি

গীবতকারীর শাস্তি বিষয়টি ইসলামে শুধু এক-দুটি সতর্কতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়–এটি দুনিয়া, কবর এবং আখিরাত–তিন পর্যায়েই ভয়াবহ পরিণতির কারণ। নিচে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো–

১. কোরআনের দৃষ্টিতে গীবতের ভয়াবহতা-

আল্লাহ তাআলা বলেন:

...وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণা কর।" - সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২

এখানে ৩টি বিষয় বোঝানো হয়েছে:

- গীবত = মানবিকতার চরম অবমাননা
- এটি মৃত মানুষের সম্মান লঙ্ঘন করার মতো জঘন্য
- মানুষ যেমন মৃতদেহ খেতে ঘৃণা করে, তেমনি গীবতও ঘৃণার যোগ্য

২. কবরের আজাব-

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"দুই ব্যক্তি কবরের শাস্তি পাচ্ছে··· একজন গীবত করত।– সহীহ বুখারী : ২১৬

গীবত এমন গুনাহ যা মৃত্যুর পরই শাস্তি শুরু হয়।এটি "সামান্য" পাপ মনে হলেও বাস্তবে মহা গুনাহ (কবিরা)

৩. নেক আমল ধ্বংস-

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? ... যে ব্যক্তি নামাজ, রোজা, যাকাত নিয়ে আসবে কিন্তু কাউকে গালি দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে… তার নেক আমল অন্যদের দিয়ে দেওয়া হবে…” – সহীহ মুসলিম : 2581

গীবতের কারণে:

নিজের আমল অন্যের কাছে চলে যাবে।শেষে পাপ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪. মিরাজের রাতে ভয়াবহ দৃশ্য-

রাসূল ﷺ বলেন:

আমি এমন লোকদের দেখলাম যারা নিজেদের নখ দিয়ে মুখ ও বুক আঁচড়াচ্ছে, তারা গীবতকারী।” – সুনান আবু দাউদ

গীবতকারীর শাস্তি মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক,নিজের সম্মান নষ্ট করার প্রতিফল নিজের উপরই পড়ে।

৫. জাহান্নামের শাস্তি নিশ্চিত হওয়ার ঝুঁকি-

গীবত সরাসরি মানুষের হক নষ্ট করে (حقوق العباد)

তাই,শুধু তওবা যথেষ্ট নয় বরং ভুক্তভোগী ক্ষমা না করলে শাস্তি থেকে মুক্তি কঠিন।

৬. দোয়া, ইবাদত ও আমলের ক্ষতি-

গীবতের প্রভাব:

- দোয়া কবুলে বাধা
- নামাজের সওয়াব কমে যায়
- হৃদয় কালো হয়ে যায়

কারণ:গীবত মানুষের অধিকার নষ্ট করে–যা আল্লাহ খুব কঠোরভাবে বিচার করবেন।

৭. সমাজ ও দুনিয়াবী শাস্তি-

গীবতের দুনিয়াবী পরিণতি:

(ক) সম্মান নষ্ট:

মানুষ বিশ্বাস হারায়, "পেছনে কথা বলে" এমন পরিচয় হয়।

(খ) সম্পর্ক ভেঙে যায়:

বন্ধু, পরিবার, সহকর্মীর সাথে দূরত্ব সৃষ্টি।

(গ) সমাজে ফিতনা সৃষ্টি:

ঝগড়া, হিংসা, বিভেদ বাড়ে।

৮. ঈমান দুর্বল হয়ে যায়-

গীবত একটি "হার্ট ডিজিজ" (আত্মিক রোগ) যা হিংসা, অহংকার, বিদ্বেষ থেকে জন্ম নেয়।ধীরে ধীরে ঈমান দুর্বল করে।

৯. গীবত শোনার শাস্তিও আছে-

শুধু গীবতকারী নয়, শ্রোতাও দায়ী।রাসূল ﷺ ইঙ্গিত দিয়েছেন:

গীবত শুনে চুপ থাকলে তাতেও অংশগ্রহণ হয় তাই করণীয় বাধা দেওয়া অথবা সেই স্থান ত্যাগ করা ।

গীবত হয়ে গেলে করনীয় ও ক্ষমা লাভের উপায়

কোরআন হাদিসের আলোকে,

গীবত (পরনিন্দা) হয়ে গেলে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি গুরুতর গুনাহ। তবে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু—সঠিকভাবে তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যায়। কোরআন ও হাদিসের আলোকে করণীয়গুলো নিচে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো:

১. আন্তরিক তাওবা (তাওবাতুন নাসূহ)

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা কর।"

– (সূরা আত তাহরীম)

তাওবার শর্ত:

- গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।
- সাথে সাথে গীবত বন্ধ করা।
- ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প।

২. যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া
রাসূল ﷺ বলেছেন:
"যার উপর তুমি জুলুম করেছো (সম্মানহানি সহ), আজই তার থেকে ক্ষমা নিয়ে নাও …"
– (সহীহ সহীহ বুখারী)
তাই সম্ভব হলে সরাসরি গিয়ে ক্ষমা চাওয়া বা অন্তত তার জন্য দোয়া করা। তবে যদি আশঙ্কা থাকে যে সরাসরি বললে সম্পর্ক খারাপ হবে তাহলে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা তার ভালো দিকগুলো মানুষের সামনে বলা।

৩. যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য দোয়া করা।ইমামদের মতে, এটি গীবতের কাফফারা হিসেবে কাজ করে। যেমন দোয়া:
"হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন"
"তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন"

৪. গীবতের কথা সংশোধন করা-যদি কারো সম্পর্কে মিথ্যা বা খারাপ কিছু বলা হয়,একই জায়গায় গিয়ে তা সংশোধন করা।সত্য কথা প্রকাশ করা,এটি তার হক আদায়ের অংশ।

৫. বেশি বেশি নেক আমল করা কারণ গীবত মানুষের নেকি নষ্ট করে দেয়।
রাসূল ﷺ বলেছেন:

"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"
– (সহীহ সহীহ মুসলিম)
তাই নফল নামাজ,রোজা,দান-সদকা,জিকির এসব বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

৬. গীবতের ভয়াবহতা স্মরণ রাখা
আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

"তোমরা কেউ কারো গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে?"
– (সূরা আল-হুজুরাত)

সাহাবীদের জীবনে গীবত নিয়ে সতর্কতা

সাহাবীদের (رضي الله عنهم) জীবনে গীবত (পরনিন্দা) সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর সতর্কতা ও বাস্তব ঘটনাগুলো আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। তারা শুধু গীবত থেকে দূরে থাকতেন না, বরং কেউ করলে সাথে সাথে বাধা দিতেন এবং তাওবা করতেন।
নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সতর্কতা দেওয়া হলো–

১. আবু বকর (রাঃ) এর সতর্কতা-
একবার কেউ অন্য একজনের দোষ আলোচনা করছিল।তখন আবু বকর (রাঃ) তাকে বললেন–
তুমি কি তার ভালো দিকগুলোও বলবে?
অর্থাৎ, শুধু দোষ বলাই গীবত–এটা তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন।
শিক্ষা:গীবত মানে শুধু মিথ্যা বলা নয়, সত্য হলেও দোষ বলা হারাম।

২. উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) এর ঘটনা-
উমর (রাঃ) বলতেন–
"তোমার মুসলিম ভাইয়ের কথাকে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করো, যতক্ষণ না তার বিপরীত প্রমাণ পাও।"
শিক্ষা:সন্দেহ ও খারাপ ধারণা থেকেই গীবতের শুরু হয়।

৩. আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) এর উপদেশ।তিনি বলেন–
“যে ব্যক্তি মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়, সে নিজের দোষ ভুলে যায়।”
শিক্ষা:গীবত মানুষকে আত্মসংশোধন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) এর ঘটনাঃএকবার এক ব্যক্তি অন্যের সমালোচনা করছিল। তখন আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন–
তুমি কি তার মাংস খেতে চাও?
এটা ইঙ্গিত করে কোরআনের আয়াত (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)—গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো।
শিক্ষা:গীবতের ভয়াবহতা বোঝাতে তারা বাস্তব উদাহরণ দিতেন।

গীবত শুনলেও বাধা দিতেন।একজন সাহাবীর সামনে যখন কারো গীবত করা হচ্ছিল, তিনি বললেন–
“এ কথা বন্ধ করো, নাহলে আমি এখান থেকে চলে যাব।”
শিক্ষা:শুধু গীবত করা নয়, গীবত শোনা ও চুপ থাকা–দুটোই ভুল।

গীবত হলে সাথে সাথে তাওবা।সাহাবীরা যদি ভুলবশত গীবত করে ফেলতেন–
সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করতেন।যার গীবত করেছেন তার কাছে ক্ষমা চাইতেন।
শিক্ষা:গীবত হয়ে গেলে দেরি না করে সংশোধন করা জরুরি।

সারসংক্ষেপ শিক্ষাঃসাহাবীদের জীবন থেকে আমরা যা শিখি–

- গীবতকে তারা খুব বড় গুনাহ মনে করতেন।
- গীবতের পরিবেশ থেকেও দূরে থাকতেন।
- অন্যকে গীবত করতে দেখলে বাধা দিতেন।
- ভুল হলে দ্রুত তাওবা করতেন।

৫.আবু বকর (রাঃ) নিজের জিহ্বা ধরে বলতেন—
“এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।”
আর তিনি প্রায়ই নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বলতেন, “এটাই সবচেয়ে বেশি বিপদজনক অঙ্গ।”

-ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা (কিতাবুল কালাম / আত্মসংযম অধ্যায়)

এই ঘটনাটি দেখায়—

১. জিহ্বাকে সবচেয়ে বড় পরীক্ষার জায়গা মনে করতেন।

আবু বকর (রাঃ) বুঝতেন—ঈমানের ক্ষতি বেশি হয় জিহ্বা দিয়ে।গীবত, মিথ্যা, অপবাদ এখান থেকেই আসে।

২. কম কথা বলা ছিল তাঁর অভ্যাস।

তিনি—অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না,চিন্তা করে কথা বলতেন,নীরবতাকে নিরাপত্তা মনে করতেন।

৩. গীবতের ভয়াবহতা উপলব্ধি

তিনি জানতেন—

"মানুষকে জাহান্নামে মুখের কারণে বেশি ফেলা হবে।তাই তিনি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।"

এই ঘটনার মাধ্যমে সাহাবীরা আমাদের শেখান—

- জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ = ঈমানের নিরাপত্তা
- বেশি কথা = বেশি গীবতের ঝুঁকি
- নীরবতা অনেক সময় নিরাপদ
- আত্মসমালোচনা করা জরুরি

আবু বকর (রাঃ) নিজের জিহ্বা ধরে রেখে আমাদের শেখান—

"মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ তার জিহ্বা, তাই একে নিয়ন্ত্রণে রাখা ঈমানের অংশ।"

৬.উমার রা জীবনী থেকে গীবত পরনিন্দার ঘটনাঃ

১.অন্যের দোষ না ধরে ভালো ব্যাখ্যা করার শিক্ষা।এক ব্যক্তি উমর (রাঃ)-এর কাছে এসে আরেক মুসলিমের নিন্দা করল।

তিনি বললেন—

তুমি কি তার কোনো ভালো দিক জানো?

লোকটি বলল— না।

তখন উমর (রাঃ) বললেন—

তাহলে তুমি তার ব্যাপারে নীরব থাকো।

-ইমাম ইবন আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ (আদব/নৈতিকতা অধ্যায়)

২.গীবতের বদলে হুসনে যন (ভালো ধারণা) শিক্ষা-

একবার উমর (রাঃ)-এর কাছে একজন সাহাবী আরেকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। উমর (রাঃ) বললেন—

"আমি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে শুধু ভালো ধারণাই রাখি, যতক্ষণ না অন্য কিছু প্রমাণ হয়।"

তিনি বলতেন:

তোমার ভাইয়ের কথা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করো।

-ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া

৩. গীবতকারীকে সরাসরি থামানো

এক মজলিসে একজন ব্যক্তি অন্য একজনের দোষ বলতে শুরু করলে–

উমর (রাঃ) বললেন:

তুমি আমাদের মজলিসকে অপবিত্র করছো।তারপর তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন।

শিক্ষা:গীবত চলতে দেওয়া নয় ,সাথে সাথে বাধা দেওয়া ফরজ দায়িত্বের মতো।

৪. নিজের দোষ নিয়ে চিন্তা, অন্যের নয়।

উমর (রাঃ) বলতেন–

নিজের হিসাব না নেওয়া পর্যন্ত অন্যের হিসাব করো না।

তিনি প্রায়ই রাতে নিজের জন্য কাঁদতেন এবং বলতেন-আমি দায়িত্বে আছি, আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

-ইবন সা 'দ, তাবাকাতুল কুবরাইমাম যাহাবী, সিয়ার আলাম আন-নুবালা

৫. গীবতের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা।

উমর (রাঃ)-এর নীতি ছিল–

যেসব মজলিসে অপ্রয়োজনীয় কথা বা পরনিন্দা হত, তিনি সেখান থেকে সরে যেতেন।

কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন–নীরব সম্মতিও গীবতের অংশ হতে পারে।তাই পরিবেশই পরিবর্তন করতে হবে।

উমর (রাঃ)-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গি -

তিনি গীবতকে দেখতেন–

- সমাজ ধ্বংসকারী অভ্যাস
- মনের বিকৃতি
- আখিরাতের জন্য ভয়ংকর বোঝা

৭. আবু দারদা (রাঃ) — গীবত থামানোকে ইবাদত মনে করতেন

এক মজলিসে কিছু লোক একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির দোষ বলছিল।

আবু দারদা (রাঃ) বললেন—

তোমরা কি জানো না, এই কাজই তোমাদের আমল নষ্ট করছে?

তিনি বলতেন:

যে তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ তার মুখ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। -সুনান তিরমিযি

তাবেঈন, সালাফ,ইমামগনের জীবনের গীবত সম্পর্কিত ঘটনা

গীবত (পরনিন্দা) থেকে বাঁচার ব্যাপারে তাবেঈন, সালাফ ও ইমামদের জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বাস্তব ঘটনা পাওয়া যায়। এগুলো শুধু নৈতিক শিক্ষা নয়–বরং আত্মশুদ্ধির বাস্তব উদাহরণ।

১. হাসান -আল বসরি (রহ.)-এর ঘটনা

এক ব্যক্তি এসে বললো: “অমুক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে।”

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির কাছে এক থালা মিষ্টি পাঠালেন।লোকটি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন:

তুমি আমার নেকি আমাকে উপহার দিয়েছো (গীবত করে), তাই আমি তোমাকে উপহার দিলাম।”

শিক্ষা:গীবতকারী নিজের আমল নষ্ট করে–এই উপলব্ধি থাকলে মানুষ গীবতকে ভয় পায়।

২. ইবনে সিরিন (রহ.)-এর সতর্কতা।তিনি বলতেন:

"আমি কারো গীবত করতে চাইলে আমার বাবা-মায়ের গীবত করতাম–কারণ তাদের নেকির বেশি প্রয়োজন।"

শিক্ষা:এই কথার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন–গীবত এত ভয়ংকর যে, এটি করা একেবারেই উচিত নয়।

৩. সুফিয়ান-আল সাওরি (রহ.)-এর আত্মসমালোচনা-

তিনি বলতেন:

"আমি এমন কোনো আমল দেখি না, যা গীবতের মতো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।"

আরও বলা হয়, তিনি অনেক সময় নীরব থাকতেন, যেন ভুলবশতও কারো সম্পর্কে খারাপ কথা না বলে ফেলেন।

শিক্ষা:নীরবতা অনেক সময় গীবত থেকে বাঁচার সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৪. ইমাম মালেক (রহ.)-এর ঘটনা-

একবার কেউ তাঁর সামনে অন্য এক আলেমের সমালোচনা করতে লাগলো।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন:

এটা গীবত। তুমি যদি সত্যও বলো, তবুও এটি গীবত।

শিক্ষা:সত্য হলেও কারো দোষ তার অনুপস্থিতিতে বলা–গীবতই।

৫. ইমাম আল-শাফী (রহ.)-এর নীতিমালা।তিনি বলতেন:

যে ব্যক্তি মানুষের দোষ খোঁজে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন।

আরও একটি বিখ্যাত উক্তি:

"যদি তুমি কথা বলতে চাও, আগে চিন্তা করো–এতে কোনো উপকার আছে কি না।"

শিক্ষা:অপ্রয়োজনীয় কথা–বিশেষ করে অন্যের দোষ আলোচনা–আত্মিক ক্ষতির কারণ।

৬. আব্দুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ.)-এর সতর্কতা-তিনি বলতেন:

"যদি তুমি গীবত করতে চাও, তাহলে তোমার পিতামাতার গীবত করো–কারণ তারা তোমার নেকির বেশি হকদার।"

শিক্ষা:এটি মূলত গীবতের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য বলা–বাস্তবে গীবত থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার শিক্ষা।

৭. সালাফদের একটি সাধারণ অভ্যাস

অনেক সালাফ যখন কারো সম্পর্কে খারাপ কথা শুনতেন, তখন বলতেন:

"আল্লাহ আমাদের এবং তাকে ক্ষমা করুন"

তারা কখনো গীবতের আলোচনা বাড়াতেন না, বরং থামিয়ে দিতেন।

শিক্ষা:গীবত শুনাও গীবতের অংশ–তাই তা বন্ধ করা উচিত।

৮. আত্মসংযমের অনন্য উদাহরণ-কিছু সালাফ বলতেন:

"আমি ৩০ বছর ধরে চেষ্টা করছি, যেন আমার মুখ দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ কথা না বের হয়।"

শিক্ষা:গীবত থেকে বাঁচা সহজ নয়–এটি দীর্ঘ সাধনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ফল।

চোগলখোরি

গীবতের মত চোগলখোরিও একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস, একটি পাপাচার। কুরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে চোগলখোরির সমালোচনা করা হয়েছে।

চোগলখোরিও গীবতের একটি শ্রেণী। যে ব্যক্তি ক্ষতিসাধন ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশে একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়ায় তাকে চোগলখোর বলে। এটাও গীবতের ন্যায় কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। এসব গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। "ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরি বলে" (ইমাম নববীর রিয়াদুস সালেহীন).

মহান আল্লাহ বলেনঃ

هماز مشاء بنميم

"যে লোক গালিগালাজ করে, অভিশাপ দেয় এবং চোগলখোরি করে বেড়ায়" (সূরা কালাম: ১৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"চোগলখোর কখনও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম)

مَر النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ أَنَّهُمَا يَعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبان في كبير بَلَى أَنَّهَا كَبِيرٌ أَما أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলেন: এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন মারাত্মক গুনাহের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করছে না, হাঁ বিষয় দু'টি মারাত্মকই। তাদের একজন চোগলখোরি করতো এবং অপরজন আড়ালে-আবডালে পেশাব করতো না" (বুখারী, মুসলিম)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضَهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ

"আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না "আদ্‌দু" কী? তা চোগলখোরি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছড়ানো" (মুসলিম)

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

"চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

بشَرَارِكُمُ الْمَشَاءُونَ بِالنَّميمة والمُفْسِدُونَ بين الأحبة

"আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক কে অবহিত করবো না? তারা হলো চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক" (মুসনাদে আহমাদ)

.إِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللهِ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْإِخْوَانِ الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبَراء الْعَشْرَات
.المُلْتَمِسُونَ لِلْبَرا - العشرات

"তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়" (তাবারানীর মুজামুল ওয়াসী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেলো যে, চোগলিপনা একটি গুনাহের কাজ, চোগলখোরির কারণে কবরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং চোগলখোর জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।

ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা বেহেশত সৃষ্টি করার পর তাকে বলেন, কিছু বলো। বেহেশত বললো, যারা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে তারা সৌভাগ্যবান।

আল্লাহ তাআলা বলেন, আট শ্রেণীর লোক তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। চোগলখোর তাদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাঈল জাতি একবার অনাবৃষ্টির শিকার হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হলো না। আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন:তোমার ও তোমার সংগীদের দোয়া এজন্য কবুল হচ্ছে না যে, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াচ্ছে।

মূসা (আ) বলেন, হে আল্লাহ! তাকে শনাক্ত করে দিন। তাহলে আমরা তাকে আমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করবো। মহান আল্লাহ বলেন, হে মূসা। আমিই চোগলখোরি করতে নিষেধ করি, এখন আমিই আবার চোগলখোরি করবো।

অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সকল সঙ্গীকে নিয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করলে বৃষ্টি বর্ষিত হয় (ইহয়া উলুমিদ দীন।

এ সম্পর্কে হাসান বসরী (র) একটি বাস্তব কথা বলেছেন:

مَنْ نَمَّ إِلَيْكَ نَمَّ مِنْكَ

"যে তোমার নিকট চোগলী কথা বলবে সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলী করবে"

চোগলখোরি একটি কবীরা গুনাহ। তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ

واستغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়" সূরা নিসা: ১০৬

وَمَنْ يُعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رحيما

"কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর যুলুম করলো, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে" (সূরা নিসা: ১১০)

"কেউ খারাপ কাজ করে বসলো অথবা নিজের উপর যুলুম করলো, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও দয়াকারী হিসাবেই পাবে" (সূরা নিসাঃ ১১০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক এক শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তওবা করি" (মুসলিম)।

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই প্রতি দিন আল্লাহর নিকট সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি" (বুখারী)।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে), আল্লাহ তাকে প্রতিটি কষ্টকর অবস্থা ও প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযিক দান করবেন" (আবু দাউদ)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাক্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তার গুনাহসমূহ মাফ করেন, এমনকি তা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মত মারাত্মক গুনাহ হলেও:

اسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ اليه

"আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি"। "আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর নিকট তওবা করি" (আবু দাউদ, তিরমিযী). অতএব চোগলখোরি ও চোগলখোর সম্পর্কে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

গীবত এমন একটি ভয়াবহ গুনাহ যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এটি শুধু একজন মানুষের সম্মানহানিই করে না, বরং সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। ইসলামে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা এর জঘন্যতা ও ভয়াবহতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। গীবতের মাধ্যমে মানুষের আমল নষ্ট হয়, হৃদয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হতে পারে। বর্তমান সমাজে গীবত যেন দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা, অন্যের দোষ-ত্রুটি আলোচনা থেকে বিরত থাকা এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সুন্দর চরিত্র গঠন করা। পারস্পরিক সম্মান, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা বজায় রাখার মাধ্যমে গীবতমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। অতএব, গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে আমাদের প্রত্যেকের উচিত আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া, তওবা করা এবং এমন কথাবার্তা পরিহার করা যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে গীবতের মতো মারাত্মক গুনাহ থেকে হেফাজত করুন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ

সহায়ক বই -

১.গীবত ও পরনিন্দা (মুফতি তাকি উসমানি)

২.গীবত (ইমাম গাযালি রহ)